বসন্ত-সমাগমে।

কেন গো বিগে আজি অকস্মাৎ
পশিল শ্রবণে মোহন তান,
কা'র আহ্বানে মাতিছে জগৎ,
কাহার লাগি এ মধুর গান ;
দারুণ শীতের প্রবল প্রতাপে
মর মর জীব, নিরাশ-হিয়ায়
ফিরিয়া পেয়েছে স্বরগ-মাধুরী,
দশদিক্ ভরা নব সুষমায় ;
উপরে চন্দ্র হাসিছে নীরবে
নীরবে সাজিছে প্রকৃতি-সতী।
চমকিত করি অবনীতল
গাহে শুকসারী বন্দনা-গীতি ;
তুলিয়া সুতান কলকণ্ঠ-কুল
ঢালে সুধাধারা উদাস-মনে ;
তুলে কলধ্বনি আকুল আবেশে
ধায় প্রবাহিণী সাগর পানে।
ধরেছে দুকূল, পরেছে মুকুল
সহকার শাখী হরষ-ভরে,
পাতি নহবৎ আপন হিয়ায়
বিদেশী গায়কে বসায় আদরে,
মলয়-সমীর, কুসুম-গন্ধে
ভরিয়া উঠেছে সারাটি দেশ—
দুঃখ দৈন্য গিয়াছে সরিয়া
নাহিক কোথাও শোকের লেশ ;
স্পন্দিত করি' নীরব বীণায়
উঠেছে ঝঙ্কার আকাশ ভরি'

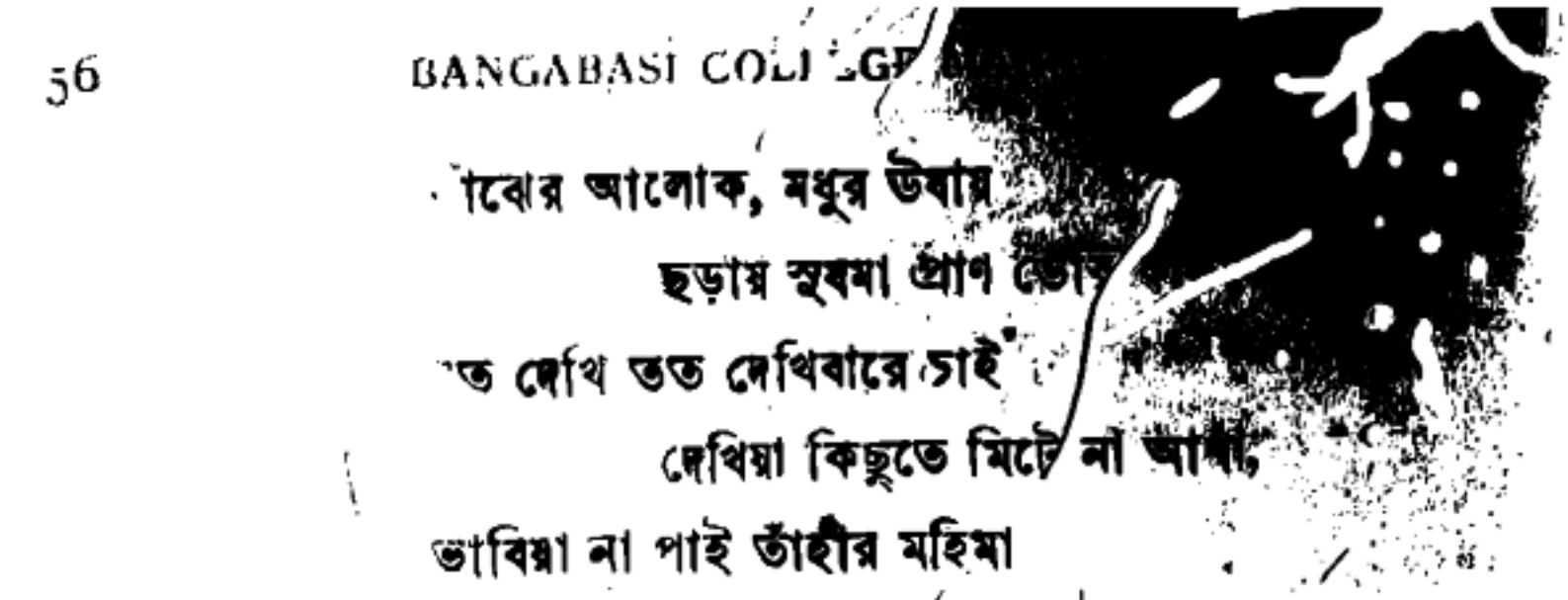

...ঝের আলোক, মধুর ঊষায়
ছড়ায় সুষমা প্রাণ ...
...ত দেখি তত দেখিবারে চাই
দেখিয়া কিছুতে মিটে না আশা,
ভাবিয়া না পাই তাঁহার মহিমা
বর্ণিতে তাঁরে মেলে না ভাষা—
যাঁর করুণার অমৃত-ধারায়
বিহগ-কণ্ঠে স্বরগ-তান
যাঁর কৃপাবলে 'বাতাসে আতর'
নিরাশ হিয়ায় নবীন প্রাণ।

শ্রীনরেন্দ্রকৃষ্ণ রায়,
প্রথম বার্ষিক শ্রেণী, A শাখা।

স্বাগত।

এস ঋতুরাজ পরি ফুলসাজ এস হে ভারতবর্ষে,
মোদের জননী বঙ্গরাণী বরিবে তোমারে হর্ষে।
প্রকৃতি-সুন্দরী সাজায়েছে দেশ আপন মনের মত
বিচিত্র কৌশলে নব পত্রে ফুলে, পেয়েছে যেখানে যত।
নিখিল ভারত করেছে দীপ্ত উজ্জ্বল আলোক-মালায়,
প্রখর সূর্য্য, বিমল চন্দ্র, স্নিগ্ধ তারকা আকাশ-গায়।
করিতে ব্যজন এসেছে পবন লইয়ে মলয় বায়;
ধোয়াতে চরণ শিশির-কণিকা ঝরিবে তোমার পায়।
রক্ত-বরণ পত্রিকা-নিচয় ধরিয়া আপন শিরে,
বিটপী সতত প্রহরীর মত দাঁড়ায়ে তোমার তরে।